প্রকল্পের শিরোনাম: সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্যা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭

প্রকল্প ব্যয়: ৭১৯.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান)

প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, ফ্লোরিস্টিক দলিল রচনা এবং নমুনা সংরক্ষণ।

বিস্তারিত উদ্দেশ্যসমূহ:

১। প্রকল্প এলাকায় ফ্লোরিস্টিক সার্ভে পরিচালনা ও ভাউচার নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে সকল ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির অনুসন্ধান এবং ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের উদ্ভিদ নমুনার সংগ্রহ সমৃদ্ধ করা,

২। উদ্ভিদের ভবিষ্যত সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিলুপ্তপ্রায়সহ সকল ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্ত করা,

৩। উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সম্পর্কিত মৌলিক ফ্লোরিস্টিক তথ্য উৎপন্ন করা, এবং উহার সঠিক ব্যাবস্থাপনা ও ভোক্তা সাধারণকে অবহিত করা, এবং

৪। প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত উদ্ভিদরাজির উপর একটি সচিত্র পুস্তক (দুই প্রস্তে) প্রকাশ করা।

প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি: বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও উদ্ভিদ বৈচিত্রে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গত শতকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যেমন কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বিপরীতভাবে উদ্ভিদ সম্পদও অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু এদেশের উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে জানতে হলে আজও আমাদেরকে শত বছরেরও অধিক পুরাতন জে. ডি. হুকারের (১৮৭২-১৮৯৭) ''ফ্লোরা অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (Flora of British India)'' এবং ডেভিড প্রেইনের (১৯০৩) ''বেঙ্গল প্লান্টস্ (Bengal Plants)'' এর উপর নির্ভর করতে হয়। সিবিডি (Convention on Biological Diversity) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ২০১০ সালের মধ্যে তার জীব সম্পদের (Biological resource) ঘোষণা দেয়ার কথা। এ লক্ষ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ সাময়িক সময়ে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন তথ্যসুত্র অবলম্বনে ''এনসাইক্লোপেডিয়া অব ফ্লোরা এন্ড ফনা অব বাংলাদেশ'' প্রকাশ করেছে। যদিও উক্ত প্রকাশনাটি একটি চমৎকার সংকলন তথাপিও উহাতে দেশে বিরাজমান উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের বর্তমান অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি। সেজন্য উক্ত প্রকাশনাটি উদ্ভিদ সংরক্ষণবিদ, ফরেষ্টার, অর্থনীতিবিদ, ফামাসিস্ট, কৃষিবিদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের কাঙিখত চাহিদা পূরণ করতে পারছেনা। বর্তমানে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র জনসংখ্যার চাপে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের উদ্ভিদ জরীপের তেমন কোন উদ্যোগ এ যাবত নেয়া হয়নি। সুতরাং দেশের উদ্ভিদ কৌলি সম্পদের (Plant Genetic Resources) উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণের জন্য সমগ্র দেশব্যাপি উদ্ভিদ জরীপ কাজ পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ যদিও উদ্ভিদ সম্পদের একটি বৃহৎ ভান্ডার, তথাপিও দেশের সর্বত্র উক্ত সম্পদ সমভাবে বিস্তৃত নয়। উদ্ভিদ সম্পদের বেশীর ভাগই বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত। এর মধ্যে বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ক্রান্তিয় রেইন ফরেষ্টের অবস্থান। যেখানে বাস করে দেশের বেশীর ভাগ উপজাতীয় জনগোষ্ঠি যাদের জীবন যাত্রা নির্ভর করে ঐ এলাকার জীব বৈচিত্রের উপর। মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে উক্ত এলাকার উদ্ভিদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল প্রতিনিয়ত ধ্বংস অথবা পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে ইতোমধ্যে উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অনেক উদ্ভিদ প্রজাতিই বিলুপ্তপ্রায়/ সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। ষাটের দশকেও উক্ত অঞ্চলের বেশীর ভাগ স্থান জুড়ে ছিল জীবজন্তুপূর্ণ ঘন বনাঞ্চল, অথচ বর্তমানে সেখানে দেখা যায় কেবলমাত্র ছোট উদ্ভিদ সম্বলিত ঝোপঝাড় এবং বিস্তৃত বিরান ভুমি। এমতাবস্থায় উক্ত এলাকার উদ্ভিদ জরীপ করা অতীব প্রয়োজন।

যৌক্তিকতা: চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে সেখানকার জীব বৈচিত্রের উপর এ যাবত খুবই কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কলকাতা হাররেরিয়ামে সংরক্ষিত উক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ নমুনার উপর ভিত্তি করে ১৯২৫ সালে আর. এল. হেইনিগ (R. L. Heinig) চিটাগাং কালেক্টোরেট এন্ড হিল ট্রাক্টস্ এর উদ্ভিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন (যাহা প্রায় শত বছরের পুরনো)। ফ্লোরিষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি একটি অসম্পূর্ণ কাজ এবং উক্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত অনেক উদ্ভিদের নামই ইতোমধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান শাসনামল এবং বাংলাদেশ স্বাধীনের পরেও উক্ত এলাকায় কোন পূর্ণাঙ্গ ফ্লোরিষ্টিক সার্ভে হয়নি। কোন অঞ্চলে কি ধরণের গাছপালা জন্মে তা জানার জন্য ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ জরীপ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কোন স্থানের উদ্ভিদ কৌলি সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, কার্যকরী বন ব্যবস্থাপনা, বিলুপ্তপ্রায়/ সংকটাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকান্ড এবং মেধাস্বত্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীব বৈচিত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয়ে উদ্ভিদ প্রজাতি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য প্রতি ১০-২০ বছর পরপর উদ্ভিদ জরীপ পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন। অথচ রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত এলাকায় বিগত একশত বছরেও কোন উদ্ভিদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। তাই সমগ্র দেশের জীববৈচিত্র জরীপের অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ভাস্কুলার উদ্ভিদ জরীপ করা অতীব প্রয়োজন।

কাঙ্খিত ফলাফল:

১। প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত উদ্ভিদরাজির উপর একটি সচিত্র পুস্তক (দুই প্রস্তে);

২। সকল ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির ভাউচার নমুনা;

৩। প্রকল্প এলাকার বিলুপ্তপ্রায় ভাস্কুলার উদ্ভিদসহ সকল উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা;

৪। উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সম্পর্কিত মৌলিক ফ্লোরিস্টিক তথ্য; এবং

৫। একটি পুর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ জরিপ প্রতিবেদন।